দৈনিক খবর

তারিখ 23 DEC 1992
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

59

জগন্নাথ কলেজের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান

কালো পতাকা, লাঠিচার্জ বিক্ষোভ ঃ ভাঙচুর

।। ষ্টাফ রিপোর্টার ।।

নজিরবিহীন নিরাপত্তা, ছাত্রদের বিক্ষোভ ও কালো পতাকা প্রদর্শন ঘটনার মধ্য দিয়ে গতকাল পুরানো ঢাকার কলেজ ক্যাম্পাসে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ৩ দিনব্যাপী শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের উদ্বোধন করা হয়েছে। নিশ্ছিদ্র ও কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাঝে রাষ্ট্রপতি সকাল ১০টার দিকে কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন। এর পূর্ব থেকে ছাত্রলীগ (ম-ই) ও গণতান্ত্রিক ছাত্র

২ এর পাতায় দেখুন

কালো পতাকা লাঠিচার্জ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঐক্যের নেতা-কর্মীরা কালো পতাকা ও বিভিন্ন শ্লোগান এবং ছবি সম্বলিত গেঞ্জি গায়ে প্রধান ফটকে এবং ক্যাম্পাসে জড়ো হতে থাকে।

প্রধান ফটকে বিএনসিসি ও নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয়পত্র ও অভ্যাগতদের পরিচপত্র দেখিয়ে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়। কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতরে এবং কলেজ চৌহদ্দীর প্রায় চারশ' গজের মধ্যে প্রচুর সেনা ও পুলিশ মোতায়েন দেখা যায়। রাষ্ট্রপতি ক্যাম্পাসে প্রবেশের পর তাকে বিএনসিসি'র গার্লস গাইড ও রোভার স্কাউটের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার জানানো হয়। তিনি বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ কিউ এ টি এম হাবিবুর রহমান স্বাগত জানান।

ক্যাম্পাসে সুসজ্জিত বিরাট মঞ্চে যখন রাষ্ট্রপতি ভাষণ দিতে দাঁড়ান তখন ভিআইপি আসনসহ কয়েক সারি আসনের পেছনে বিভিন্ন শ্লোগান ও ছবি সম্বলিত সাদা গেঞ্জি পরা অসংখ্য বিক্ষুব্ধ ছাত্র দাঁড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ ও হৈ-হুল্লোড় করেন। এতে পুরো প্যান্ডেল জুড়ে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ছাত্ররা স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার ও গণতন্ত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। এই সময় নিরাপত্তা বাহিনীর লোকদের আরো সতর্ক অবস্থান নিতে দেখা যায়।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের শুরুতেই ছাত্রলীগ (ম-ই)সহ গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের পক্ষ থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কট করা হয় এবং ভাষণ শেষে ক্যাম্পাস ত্যাগের মুহূর্তে প্রধান ফটকের সামনে ছাত্রলীগসহ গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা শ্লোগান দেয় এবং কালো পতাকা প্রদর্শন করে। এই সময় পুলিশ আকস্মিকভাবে লাঠিচার্জ ও বিক্ষোভকারীদের ধাওয়া করে। কিছুক্ষণ ধরে পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে। এছাড়া ছাত্রদল নেতা সাগীরের নেতৃত্বে ২০/২৫ জনের একদল ছাত্র ও ছাত্র ঐক্যের প্রতিবাদে জমায়েত ভাঙ্গার প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। কতিপয় যুবক মনির নামের ফটো সাংবাদিক খোকনের মোটর সাইকেল ঢাকা স-৫৮৪, বাংলার বাণী'র সাইফুলের অপর একটি মোটর সাইকেল ভাঙচুর করে এবং কর্তব্যরত ভোরের কাগজের ফটো সাংবাদিক সাদ'কে লাঞ্ছিত করে। এ সময় ইত্তেফাকের প্রবীণ ফটো সাংবাদিক আবদুর রশিদ তালুকদার সামান্য আহত হয়। পুলিশের লাঠিচার্জে আহত ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন সহকারী অধ্যাপক আনিসুর রহমান, ছাত্র আবদুস সাত্তার রতন, মাহবুব উল্লাহ, ইব্রাহিম খলিল বাবু, রাশেদ আলী, কৃষ্ণ চন্দ্র বর্মণ, খসরু আলম মাসুদ, স্বপন। এছাড়া রাষ্ট্রপতি যাওয়ার পর মুহূর্তে প্রধান ফটক ডিঙ্গিয়ে বিপুলসংখ্যক সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ আরেক দফা লাঠিচার্জ করে। এতে বেশ কিছু ছাত্র আহত হয়।

ছাত্র ঐক্য পরবর্তীতে প্রেস ক্লাব অভিমুখে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে কলেজ প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে এবং রাজপথের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ বাধা প্রদান করে। এছাড়া রাজধানীর কোর্ট কাচারী প্রাঙ্গণে কালো পতাকা উড়িয়ে মিছিলকালে বিক্ষোভকারীদের সাথে পুলিশের তীব্র বাক-বিতণ্ডা হয়। প্রায় ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই কলেজে অধ্যয়নরত থাকলেও গতকালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের এক-পঞ্চমাংশ উপস্থিত ছিল না এবং প্রধান ফটকে নিরাপত্তা প্রহরীদের কঠোর বাধার ফলে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে না পেরে বিফল মনোরথে ফিরে যেতে দেখা যায়।

বিকেল ৪টায় দ্বিতীয় পর্বে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রদর্শনী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ ইল্লাস আলী। সন্ধ্যায় কলেজের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের এক মনোজ্ঞ সঙ্গীত সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনে আজ বুধবার অনুষ্ঠানমালা সকাল ১০টা থেকে ১টা স্মৃতিতে জগন্নাথ কলেজ স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান-১। সভাপতিত্ব করবেন প্রাক্তন প্রতিরক্ষা সচিব সালাউদ্দিন আহমদ। বিকেল ৩টায় স্মৃতি অনুষ্ঠান-২। কলেজে বর্তমানে কেমন আছি। বিকেল ৫টায় 'ভবিষ্যতের জন্য আমাদের চিন্তা ভাবনা।' সন্ধ্যা ৬টায় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা-২।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতিকে বক্তৃতা দিতে বারবার বাধা প্রদান ও বর্জন করায় কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী এবং ইকবালুর রহিম ইকবাল অভিনন্দন জানিয়েছেন।

তারা বিবৃতিতে জগন্নাথ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের এই 'রাজাকার-বর্জন চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার জন্য' সমগ্র বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। বার বার বাধা প্রদান ও আপত্তি সত্ত্বেও চিহ্নিত রাজাকারকে প্রধান অতিথি করায় তারা কলেজের অধ্যক্ষ সাহেবকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

ঢাকা মহানগর উত্তর শাখার সভাপতি মনজুরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক গাজী মেসবাউল হোসেন সাচ্চু এক বিবৃতিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে ৭১-এর রাজাকার রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসকে বর্জন করায় কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন জানান।

নেতৃদ্বয় বিবৃতিতে বাংলাদেশে সকল প্রকার অনুষ্ঠান থেকে বর্তমান সরকারের রাজাকার মন্ত্রীদেরকেও বর্জন করার জন্য দেশের সচেতন ছাত্র সমাজের নিকট আহবান জানান।

ছাত্রলীগ (ম-ই) জগন্নাথ কলেজ শাখার আহবায়ক হেদায়েতুল ইসলাম স্বপন, যুগ্ম আহবায়ক নজরুল ইসলাম বাবু ও এমরান চৌধুরী এক যুক্ত বিবৃতিতে রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কটের জন্য সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।